বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং-০৩/২০১৭ এ, তারিখঃ ০৭ মে ২০১৭ খ্রি.

বিষয়ঃ Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts) 2009 এর 481 বিধি মতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স আয়োজন এবং উক্ত কনফারেন্সে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী সংক্রান্ত।

Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts) 2009 এর 481 বিধিতে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স আয়োজন এর নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু উক্ত কনফারেন্স কীভাবে আয়োজিত হবে, কারা তাতে উপস্থিত থাকবে, কীভাবে কনফারেন্স এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে, কোন কোন বিষয়গুলো আলোচনার জন্য অবশ্যই কনফারেন্সে উত্থাপিত হবে, কনফারেন্স এর প্রতিবেদন কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিস্তারিত নির্দেশনা কোথাও না থাকায় দেশের একেক স্থানে একেক রকম ভাবে কনফারেন্স আয়োজিত হচ্ছে। ফলে কনফারেন্স আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না।

২। এরূপ পরিস্থিতিতে দেশের প্রতিটি জেলায় সময়মত পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স আয়োজন এবং উক্ত কনফারেন্সে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে যেন ফৌজদারী মামলার তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করা যায় সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উক্ত কনফারেন্সে অনুসরণীয় বিষয়াবলী সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ অনুসরণীয় বিষয়াবলী ৮ (আট) ফর্দ।

০৭/০৫/২০১৭
(মোঃ আজিজুল হক)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার),
হাইকোর্ট বিভাগ
ফোনঃ ৯৫৬৬৮২৬

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ-</u>

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। জেলা ও দায়রা জজ ....(সকল)। [সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে কপি
৫। মহানগর দায়রা জজ, ...(সকল)। সরবরাহকরণের অনুরোধসহ]
৬। মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়াটার্রস, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা [সকল পুলিশ সুপার বরাবর কপি সরবরাহের অনুরোধসহ]
৭। কারা-মহাপরিদর্শক, কারা সদর দপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা [দেশের সকল কারাগারে কপি সরবরাহের অনুরোধসহ]
৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ...(সকল)।
১০। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১১। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১২। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ),স্পেশাল জজ আদালত ....(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৫। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ...(সকল) [সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে কপি
১৬। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ...(সকল) সরবরাহকরণের অনুরোধসহ]
১৭। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
১৮। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা। (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা

Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts) 2009 এর 481 বিধি মোতাবেক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স আয়োজন এবং উক্ত কনফারেন্সে অনুসরণীয় বিষয়াবলীঃ-

১। প্রত্যেক মাসের ২য় শনিবার পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স (অতঃপর 'কনফারেন্স' হিসাবে উল্লিখিত) আয়োজন করতে হবে। কোনো কারণে উক্ত নির্ধারিত দিনে কনফারেন্স আয়োজন করা সম্ভব না হলে মাসের ৩য় বা ৪র্থ শনিবারেও তা' করা যাবে। কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে সকলকে পত্র মারফত কনফারেন্স এর বিষয় অবহিত করতে হবে।

২। কনফারেন্স আয়োজনের জন্য প্রত্যেক জুডিসিয়াল বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ৬ (ছয়) মাসের জন্য ফোকাল পার্সন নিয়োগ করতে হবে। কনফারেন্স আয়োজনের সকল দায়িত্ব উক্ত ফোকাল পার্সন পালন করবেন। অন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁকে সহায়তা করবেন। প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর ফোকাল পার্সন পরিবর্তন করতে হবে।

৩। প্রতিটি কনফারেন্সের ক্রমিক নম্বর বছরের শুরু থেকে গণনা করতে হবে। যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনে কনফারেন্সের নম্বর ও সাল রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

৪। ফোকাল পার্সন কনফারেন্স আয়োজনের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে কনফারেন্স এর আলোচ্য সূচি নির্ধারণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা সরবরাহ করবেন। পুলিশ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের তরফ হতে কোনো বিষয় আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের আবেদন করা হলে সেটাও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৫। কনফারেন্স এর আলোচ্য সূচিতে যে সকল বিষয় আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে তা' নিম্নরূপঃ

(ক) সর্বশেষ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন;
(খ) সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
(গ) সমন জারী/গ্রেফতারী / হুলিয়া ও ক্রোকি পরোয়ানা (পিএন্ডএ) তামিল;
(ঘ) পুলিশ কর্তৃক মামলায় সাক্ষী উপস্থিতকরণ;
(ঙ) আদালতে আসা-যাওয়ার পথে এবং আদালত চত্বরে সাক্ষীদের নিরাপত্তা;
(চ) ইনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশন এর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ;
(ছ) সময়মত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট/ময়না তদন্ত প্রতিবেদন/ ফরেনসিক/ ভিসেরা রিপোর্ট প্রাপ্তি;
(জ) হুলিয়া জারী এবং সম্পত্তি জব্দ করার বিষয়ে দ্রুত প্রতিবেদন প্রাপ্তি;
(ঝ) বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আদালত চত্বরের নিরাপত্তা বিধান;
(ঞ) সময়মত মালখানা হতে আদালতে আলামত উপস্থাপন;
(ট) বিচারাধীন আসামীদের জেল-হাজত হতে আদালতে সময়মত উপস্থিতকরণ;
(ঠ) পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসীর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা;
(ড) মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গ্রহণীয় পদক্ষেপসমূহ;
(ঢ) মামলায় জব্দকৃত আলামতের নিষ্পত্তি/ধ্বংসের ব্যবস্থাকরণ/ নিলাম বিক্রয়ের বিষয়;
(ণ) পুলিশ রিমান্ড ও ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপীল বিভাগের নির্দেশনা প্রতিপালন হচ্ছে কি না তা তদারকি;
(ত) পারিবারিক মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল;
(থ) বিবিধ।

৬। উপরিউক্ত আলোচ্য সূচিতে উল্লিখিত বিষয়ালী আলোচনার জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পূর্বেই তাঁর নিয়ন্ত্রাধীন ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট হতে সংযুক্ত ছক "ক" এর মাধ্যমে প্রতিবেদন গ্রহণ করবেন।

৭। ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট হতে ছক "ক" অনুসারে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে বৈঠক করে প্রতিবেদনসমূহে উল্লিখিত মামলাসমূহের বিষয়ে কনফারেন্সে আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৮। পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট কনফারেন্সে সাধারণত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সভাপতিত্ব করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকা/জেলার বিজ্ঞ দায়রা জজ উপস্থিত থাকতে আগ্রহী হলে তাঁকে প্রধান অতিথি এবং জেলার জেলা ও দায়রাজজ সমমর্যাদার অন্যান্য পদাধিকারী উপস্থিত থাকতে আগ্রহী হলে তাঁদেরকে বিশেষ অতিথি হিসাবে কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

৯। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন/সরকারী হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক, জেল সুপার, পাবলিক প্রসিকিউটর এবং আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কনফারেন্স এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

১০। পারিবারিক মামলাসমূহের বিচার করতে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সহকারী জজ/ সিনিয়র সহকারী জজদের দায়িত্ব পালন করতে হয় বিধায় যে সকল সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ পারিবারিক মামলার বিচার কাজ পরিচালনা করেন, তাঁদেরকে কনফারেন্স এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

১১। সকল থানার অফিসার ইনচার্জকে কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতে হবে।

১২। কনফারেন্স এ উপস্থিত থাকার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানাতে হবেঃ-
(ক) স্থানীয় র‍্যাবের প্রতিনিধি (এএসপি/সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়);
(খ) মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (পরিদর্শক/সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়);
(গ) প্রবেশন অফিসার;
(ঘ) জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা (পরিদর্শক/সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নয়);
(ঙ) পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) এর প্রতিনিধি (পরিদর্শক/ এএসপি পদমর্যাদার নীচে নয়);
(চ) সিআইডি এর ইন্সপেক্টর;
(ছ) ডিবি এর অফিসার ইনচার্জ;
(জ) ট্রাফিক ইন্সপেক্টর; এবং
(ঝ) বিদ্যুত/বন/নৌ/সিটি কর্পোরেশন/ডিপিডিসি/আরইবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধি।

১৩। কনফারেন্স এ উপস্থিত সকলের উপস্থিতির স্বাক্ষর সংযুক্ত ছক-"খ" অনুসারে সংগ্রহ করতে হবে এবং অত্র কোর্টে কনফারেন্স এর প্রতিবেদন প্রেরণের সময় এর একটি কপি প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। কনফারেন্সের শুরুতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা (সাধারণভাবে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে) স্বাগত বক্তব্য রাখবেন। স্বাগত বক্তব্যের পরে সভাপতি/ফোকাল পার্সন পূর্ববর্তী কনফারেন্স এর প্রতিবেদনে উল্লিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনা করবেন এবং এরপর এজেন্ডা অনুসারে আলোচনা শুরু করবেন। এছাড়াও যে সকল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে পুলিশ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং যে বিষয়ে সহযোগিতা প্রয়োজন তা' মামলার নম্বর ও প্রয়োজনে নথিসহ সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করবেন। কনফারেন্স চলাকালীন ফোকাল পার্সন

বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫। অতঃপর এ বিষয়ে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মতামত/ পরামর্শ / গৃহীতব্য পদক্ষেপ সকলকে অবহিত করবেন।

১৬। কনফারেন্স এ সকল থানার অফিসার ইনচার্জ অন্যান্য প্রতিবেদন ছাড়াও তাঁর বরাবর ইস্যুকৃত সকল প্রসেস এর বিষয়ে সংযুক্ত ছক-"গ" মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে উপস্থাপন করবেন।

১৭। ফোকাল পার্সন বা অন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে কনফারেন্সের কার্যধারা লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার ভিত্তিতে তপশিল-"ক" তে উল্লিখিত ফরমেটে কনফারেন্সের প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন। অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে প্রণীত প্রতিবেদন এর একটি করে কপি কনফারেন্সে উপস্থিত সকলকে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন এবং একটি অনুলিপি অত্র কোর্টে প্রেরণ করবেন।

১৮। মেট্রোপলিটন সেশন জজ/ জেলা ও দায়রা জজের (যদি উপস্থিত থাকেন) সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে কনফারেন্স সমাপ্ত হবে।

১৯। কনফারেন্স আয়োজনের জন্য এটি দিক নির্দেশনা হিসাবে কাজ করবে। স্থানীয় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এই দিক নির্দেশনার তারতম্য কাম্য নয়।

ছক-"ক"

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

মেট্রোপলিটন এলাকা/ জেলা............................

কনফারেন্স নম্বর:.......................   সাল:.................   নির্ধারিত তারিখ:.................

প্রাপকঃ
বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
....

প্রেরকঃ
নামঃ.....................................
পদবীঃ...................................

বিষয়ঃ যে সকল মামলার বিষয়ে আসন্ন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স এ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তার বিবরণঃ

ক্রঃ	বিষয়	যে সকল মামলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি/ হচ্ছে না (মামলার নম্বর উল্লেখ করুন)	আদালত হতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে	মন্তব্য
১.	সমন জারী/গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল			
২.	পুলিশ কর্তৃক মামলায় সাক্ষী উপস্থিতকরণ;			
৩.	ইনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশন এর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা			
৪.	বিচারাধীন আসামীদের জেল-হাজত হতে আদালতে সময়মত উপস্থিতকরণ;			
৫.	হুলিয়া জারী এবং সম্পত্তি জব্দ করার বিষয়ে দ্রুত প্রতিবেদন প্রাপ্তি			
৬.	সময়মত মালখানা হতে আদালতে আলামত উপস্থাপন			
৭.				
৮.				
৯.				
১০.				

আপনার অনুগত
(স্বাক্ষর)

ছক-"খ"

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

মেট্রোপলিটন এলাকা/ জেলা.............................

কনফারেন্স নম্বর:........................ সাল:.................. তারিখ:..................

উপস্থিতির স্বাক্ষর

ক্রঃ	নাম	পদবী	মোবাইল নং	ই-মেইল	স্বাক্ষর

ছক-"গ"

(এই ফরমেটের সফটকপি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইট হতে ডাউনলোড করে কম্পিউটারে পূরণ করুন)

আদালতের নাম	মামলার নম্বর	প্রসেসের নাম	প্রাপ্তির তারিখ	তামিলের তারিখ	তামিল না হলে কারণ	মন্তব্য
		ওয়ারেন্ট				
		পি এন্ড এ				
		সাক্ষীর সমন				
		সাক্ষীর ওয়ারেন্ট				
		অন্যান্য				

তপশিল-"ক"
(এই ফরমেটের সফটকপি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইট হতে ডাউনলোড করে কম্পিউটারে পূরণ করুন)

পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স

মেট্রোপলিটন এলাকা/ জেলা............................

কনফারেন্স নম্বর:....................... সাল:................. তারিখ:.................

কনফারেন্স অনুষ্ঠান স্থলঃ............................. সময়ঃ..................হতে................... পর্যন্ত

কনফারেন্স প্রতিবেদন

১. কনফারেন্স এর আলোচ্য সূচি অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্রমিক-ক	এজেন্ডা	ঃ
আলোচনা		ঃ
সিদ্ধান্ত		ঃ

ক্রমিক-খ	এজেন্ডা	ঃ
আলোচনা		ঃ
সিদ্ধান্ত		ঃ

ক্রমিক-গ	এজেন্ডা	ঃ
আলোচনা		ঃ
সিদ্ধান্ত		ঃ

(প্রয়োজন অনুসারে আরো ঘর বৃদ্ধি করুন)

২.	যে সকল মামলায় পুলিশকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বরসহ কী অনুরোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন	
৩.	যে সকল মামলায় সিভিল সার্জনকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বরসহ কী অনুরোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন	
৪.	যে সকল মামলায় জেলসুপারকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়েছে, সেই সকল মামলার নম্বরসহ কী অনুরোধ করা হয়েছে তা উল্লেখ করুন	
৫.	অন্য কোনো বিষয় কনফারেন্সে আলোচনা হয়ে থাকলে আলোচনার ফলাফলসহ উল্লেখ করুনঃ	
৬.	সর্বশেষ অনুষ্ঠিত কনফারেন্স এর নম্বর ও অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখঃ	

ফোকাল পার্সন এর নাম, পদবী ও পরিচিতি নম্বর	
সিএমএম/সিজেএম নাম ও পরিচিতি নম্বর	

ফোকাল পার্সন এর স্বাক্ষর

সিএমএম/সিজেএম এর স্বাক্ষর